বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র – স্থানীয় উদ্যোগে শিক্ষা

শিশুদের লেখাপড়া শেখানোয় গ্রামের মা-মাসি-দিদিদের স্থানীয় উদ্যোগ

কিছু প্রারম্ভিক নিয়মাবলী

১। ১৫-২০ জন শিশু নিতে হবে। আপাতত আরম্ভে প্রাক্-প্রাথমিক (নার্সারি) থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের নেওয়া যেতে পারে ও দিদিমণিকে নিজের বাড়িতেই শিশুদের নিয়ে পড়তে বসতে হবে। (শিশুর সংখ্যা ২৫ বা তারও বেশি হয়ে গেলে আরেকজন দিদিমণি নিয়ে দুভাগে আলাদা ব্যবস্থা করা হবে)।

২। শিশুদের শেখানোর জন্য বসার মাদুর, বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের পাঠের বই, স্লেট পেনসিল, খাতা ইত্যাদি আরম্ভের সময় দিয়ে দেওয়া হবে। চক-বোর্ড এখনই প্রয়োজন হবে না।

২। প্রতিদিন (রবিবার ও অন্যান্য স্থানীয় ছুটির দিন বাদে) বিকেলে দিদিমণিকে ২ ঘণ্টা করে সময় দিতে হবে — ১ ঘণ্টা বাচ্চাদের শেখানো, ১/২ ঘণ্টা একসাথে কিছু খেলা, গল্প বলা ইত্যাদি, ও তারপর ১/২ ঘণ্টা প্রাথমিকের বাচ্চাদের ইস্কুলের বই ধরে সেদিনের পড়া তৈরি করিয়ে দেওয়া। ছুটির দিন সকলকে জানিয়ে দিতে হবে।

৩। ইস্কুলের মতো চক-বোর্ডে সকলকে একই পড়া পড়ানো নয়। গোল করে শিশুদের মাঝে বসে আলাদা আলাদা করে যার যে পাঠ শিখতে হবে তাকে সেটাই দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। যে পারছে তাকে পরের পাঠে এগোতে দিতে হবে। যে পারছে না তাকে আরও অভ্যেস করাতে হবে। মোটামুটি একই পাঠ পড়ছে এমনদের পাশাপাশি বসিয়ে নিলে পড়া দেখিয়ে দিতে সুবিধা হবে।

৪। বুনিয়াদী পাঠ পরপর কী কী শেখাতে হবে তার একটা তালিকা দেওয়া হবে। এই পাঠগুলো দুই ভাগে গোলাপি (প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ) ও লাল (তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ) বইয়ে দেওয়া আছে। বইয়ে পাঠগুলো যেভাবে সাজানো আছে ও যেভাবে শেখানোর কথা বলা আছে ঠিক সেইভাবেই গুরুত্ব দিয়ে পরপর শেখাতে হবে। দিদিমণিকে অতি অবশ্যই যত্ন নিয়ে পাঠগুলো নিজে পড়ে বুঝে নিতে হবে।

৫। শিশুদের বারবার অভ্যেস করিয়ে পাঠ রপ্ত করাতে হবে, মুখস্ত নয়। মোটামুটি রপ্ত হলেই পরের পাঠ ধরিয়ে দিতে হবে, অযথা আটকে রাখা নয়, যাতে শিশু সর্বদা নতুন নতুন শেখার আনন্দ পায়।

৬। নার্সারি বা অঙ্গনওয়াড়ির প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের বুনিয়াদী পাঠ (গোলাপি ও লাল বই) শেখাতে অনেকটাই সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু ইস্কুলের প্রাথমিকের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিশুদের এই বুনিয়াদী পাঠ ভাল করে ও তাড়াতাড়ি একবার (৬-৮ মাসে) শিখিয়ে দিতে হবে। পাঠের তালিকা ধরে যাচাই করে নিতে হবে কে কোন্ পাঠ কতটা শিখেছে বা শেখেনি, ও সেই অনুসারে তাকে তার পরের পাঠ থেকে শেখাতে হবে । এই প্রগতি যাচাই করার পদ্ধতির নমুনা দিদিমণিকে দিয়ে দেওয়া হবে। বুনিয়াদী পাঠ সম্পূর্ণ হলে শিশুদেরকে অঙ্ক (নীল বই) ও ইংরেজি (হলুদ বই) শেখানোর পাঠগুলো দেওয়া হবে।

৭। দিদিমণিরা অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন ও সুযোগমতো সকলকে নিয়ে একত্রে বসে তাঁদের মতামত শুনবেন। কোনও শিশু পরপর কিছুদিন না এলেই খোঁজ নেবেন কেন আসছে না।

৮। দিদিমণিরা শিশুদের রোজকার উপস্থিতি রাখবেন। এর একটা নমুনা পত্র দেওয়া হবে। মাসের শেষদিনে এর একটা ছবি তুলে উদ্যোক্তাকে পাঠাবেন ও যখনই প্রয়োজন হবে ফোনে উদ্যোক্তার সাথে যোগাযোগ করবেন।

৯। দিদিমণি ফোন নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ইত্যাদি উদ্যোক্তাকে দেবেন সাম্মানিকের টাকা পাঠানোর জন্য। দিদিমণিদের প্রতি মাসের শেষে ১০০০/ টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে।

১০। দিদিমণিরা শিশুপ্রতি মাসে ২০-৩০ টাকা দান হিসাবে অভিভাবকদের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন। এই টাকা দিদিমণিরা নিজেদের কাছেই রাখবেন ও এর থেকে পরবর্তীকালে প্রয়োজনমতো খাতা পেনসিল ইত্যাদি কিনে নেবেন। মাসের শেষে টাকা বাঁচলে শিশুদের লজেন্স বিস্কুট দেওয়া যাবে।

১১। প্রতিটি কেন্দ্র আরম্ভের সময় কী কী জিনিস কেনার খরচ দেওয়া হবে –

বড় মাদুর	৪-৫ টা	স্লেট (পাথরের)	২০টা	স্লেট-পেনশিল	২ বাক্স
ছোট খাতা	২০টা	ড্রয়িং খাতা	২০ টা	কাঠ পেনসিল	২ বাক্স
পেনসিল কাটার	১ বাক্স	ইরেজার (রবার)	২ বাক্স	ক্রেয়ন রঙ পেনসিল	৩ বাক্স
গ্রীন বোর্ড*	১টা	চক (বোর্ডের)	২ বাক্স	ডাস্টার*	১ টা
পেনসিল রাখার প্লাস্টিক ট্রে	১টা	রঙ পেনসিল রাখার ছোট বাক্স	১ টা	কাটার, রবার রাখার ছোট বাক্স	১ টা

- বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের বই দেওয়া হবে — প্রাক্-প্রাথমিকে হাতেখড়ি প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ, প্রাথমিকে অঙ্ক ও ইংরেজি দুটো করে খণ্ড, ও দিদিমণির জন্য ইংরেজি ব্যাকরণ।
- শিশুরা বই বাড়ি নিয়ে যাবে না ও যত্ন করে রাখবে, যাতে পরে অন্য শিশুরা ব্যবহার করতে পারে।
- * বোর্ডের প্রয়োজন এখনই নেই। পরে কেনা যেতে পারে, শিশুদের অগ্রগতি একযোগে মূল্যায়ন করতে। স্ট্যান্ড না কিনে বোর্ড ঝুলিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

১২। কোনও কোনও শিশুর অভিভাবক চাইতে পারেন যে তাঁর শিশুকে ইস্কুলের পড়া করিয়ে দেওয়া (প্রাইভেট টিউশন) হোক। কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের এই শিশুদেরকেই (যারা বিকেলে এখানে লেখাপড়া শেখে) দিদিমণি অন্য সময়ে (সকালে ৭টা থেকে ৯টা দুই ব্যাচে) প্রাইভেট টিউশন দিতে পারেন, ইস্কুলের বই ধরে দিনের পড়াটা দিনে করিয়ে দিতে। এক সাথে ৫-৭ জনের বেশি নয় ও বাইরের অন্য কোনও শিশুর দায়িত্ব নেওয়া নয়। দিদিমণি স্থানীয় সামর্থ অনুযায়ী শিশুপ্রতি মাসিক ১০০-১৫০ টাকা নেবেন প্রাইভেট টিউশন দিতে।

(*বিকেলে বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে শেখানোয় অবহেলা করলে দিদিমণিরা প্রাইভেট টিউশনও ঠিকমতো দিতে পারবেন না। অযথা তাঁর দুর্নাম হবে ভাল পড়ায় না বলে।)